সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের করণীয়ঃ

২০২১ সালের সহিংসতার আলোকে একটি নাগরিক পর্যবেক্ষণ

আগস্ট ২০২২

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

প্রেক্ষাপটঃ

দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘনের সংবাদ নিয়মিতভাবেই গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়। এসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নানা উপায়ে বিভিন্ন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদের নিজ ধর্ম বিশ্বাস চর্চার অধিকার, ভূমি অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চলাচলের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারসমূহ প্রতিনিয়ত নানামুখী প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা বিদ্যমান দায়হীনতার অপসংস্কৃতির কারণে এসব ঘটনা ক্রমাগতভাবে ঘটে চলেছে। এমন এক ন্যাক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটে ২০২১ সালের অক্টোবরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার সময়। একবছর পর আরেকটি পূজার প্রাক্কালে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ২০২১ সালে পূজায় হামলার ঘটনাগুলো এবং সেসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পর্যালোচনা করে আসন্ন পূজার পূর্বে ও পূজা চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, ফোরাম অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, এ বছর জুলাই মাসে নড়াইলের সাহাপাড়ায় ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্বশীলদের হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে নিয়ে কটূক্তি করাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার প্রভাবও সীমান্তের এ পাড়ে পড়ছে। ফলে দুর্গা পূজার বেশ আগে থেকেই একটি উদ্বেগপূর্ণ ও অনিরাপদ পরিবেশ বিরাজ করছে।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যঃ

- ২০২১ সালে দুর্গাপূজায় সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাগুলো ফিরে দেখা ও পর্যালোচনা করা;
- এ সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা; এবং
- বিশ্লেষণের আলোকে আসন্ন দুর্গাপূজাসহ সকল ধর্মীয় উৎসব যেন শান্তিপূর্ণভাবে ও যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার জন্য কর্তৃপক্ষের ও নাগরিক সমাজের করণীয়সমূহ সুস্পষ্ট করা।

প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াঃ

এই প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। মূলত ২০২১ সালে হামলার ঘটনার পরপর ফোরামের বিভিন্ন সদস্য সংগঠনের বিশেষ করে নাগরিক উদ্যোগ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর ডকুমেন্টেশন ইউনিট এর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সদস্য সংগঠনের তথ্যানুসন্ধান ও সরজমিনে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট-অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও টেলিভিশনের রিপোর্ট এবং কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সংবাদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৩১ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১০০ এর অধিক পত্রিকার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনসহ কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সির দেয়া বিবৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি ফোরামের বিভিন্ন স্তরে পর্যালোচিত ও সম্পাদিত হয়েছে এবং ফোরামের সদস্যদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

দুর্গাপূজা ২০২১: ফিরে দেখা

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে ছিল বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা, আর এই পূজার উৎসবকে ম্লান করে দেয় দেশের বিভিন্ন জেলার হিন্দুদের পূজামণ্ডপ-মন্দির, ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক হামলা-লুট-ভাংচুর-আগুন দেয়ার ন্যায় ঘটনা। ১৩ অক্টোবর ২০২১ বুধবার সকালবেলা দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের নানুয়ার দীঘির উত্তরপাড় পূজামণ্ডপে রাখা একটি হনুমান মূর্তির হাটুর উপর ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কুরআন পাওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই খবরকে পুঁজি করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে উক্ত পূজামণ্ডপে হামলা করা হয়। হামলার সময় পূজামণ্ডপে ভাংচুর ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মারধর করা হয় এবং পূজামণ্ডপের দুর্গা প্রতিমাটি পার্শ্ববর্তী পুকুরে ফেলে দেয়া হয়। কোন কোন স্থানে বিজয়া দশমীর ২ দিন আগে অষ্টমীর দিনই চাপা হাহাকার বুকে নিয়ে বিসর্জন দিয়ে দুর্গাপূজা শেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। এরপর থেকেই দেশের বিভিন্ন জেলা ও স্থানে হিন্দুদের ওপর হামলা ঘরবাড়িতে-ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ-লুটপাটের খবর আসতে থাকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। কুমিল্লার ঘটনার পরেই চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবন, ফেনী, গাজীপুর, কুড়িগ্রাম,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার, মুন্সিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পূজামণ্ডপে-মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর, হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে হামলা-লুট- চালানো হয়, আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় অনেকের ঘর। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে সহিংস হামলার সময়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পাঁচজন। নোয়াখালীতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন হিন্দু সম্প্রদায়ের ২ জন। রংপুরের পীরগঞ্জের মাঝিপাড়ার হতদরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর হামলা চালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় ২৫টি পরিবারের ঘরবাড়ি।

ঘটনার পর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে যে–

১) সহিংস হামলার ঘটনার সময় ৯৯৯ এ ফোন করেও কোনো কোনো এলাকায় যথাসময়ে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

২) কুমিল্লায় সহিংসতার ঘটনার সূত্রপাতের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে তাদের আশঙ্কার কথা জানানো হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু পরে অন্যান্য এলাকায় আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

৩) কুমিল্লায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের গাফিলতির কারণে পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে একাধিক বার হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার দিন সকাল থেকেই উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও তা প্রশমনে এবং মন্দির ও মণ্ডপ রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

৪) বিজয়া দশমীর দিনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রতিমা বিসর্জনের জন্য এক ধরনের তাগাদা দেয়া হয়েছিল এবং বাধ্য করা হয়েছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে এ সম্প্রদায়ের মানুষরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫) সামাজিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিসমূহ এ সময় কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

৬) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পরপরই পূজামণ্ডপ বা মন্দির ত্যাগ করে। তারা পূজামণ্ডপ বা মন্দির ত্যাগ করার পরে হামলা শুরু হয় বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

৭) প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের বর্ণনা মতে, হামলাকারীদের অধিকাংশই তরুণ এবং কিশোর। পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা অনুযায়ী হামলাকারীদের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

৮) হামলাকারীরা নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিয়ে হামলা করেছিল এবং তাদের হাতে লাঠিসোটা এবং দেশীয় অস্ত্র দেখা গেছে।

৯) নোয়াখালীর চৌমুহনীতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালায় ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা। কিন্তু দীর্ঘ দেড় ঘণ্টাব্যাপী ঘটনার শেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়।

১০) চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে মোকাবেলার শুরুতেই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেখানে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য অন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ-নির্যাতন নতুন কোনো বিষয় না হলেও ২০২১ সালের দুর্গাপূজার মত এমন ব্যাপক সহিংসতার নজির এর পূর্বে নেই। সারা বছর জুড়ে ধর্মীয়-ভাষাগত-জাতিগত-ভিন্নচিন্তা ধারণকারী সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ-নির্যাতন সহিংসতার সংবাদ নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে গত বছর কুমিল্লা থেকে শুরু হয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যা ঘটছে তা বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়ে দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ঘটনা ১:- কুমিল্লা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কুমিল্লা শহরের নানুয়ার দীঘিতে নির্মিত দুর্গাপূজা মণ্ডপে ১৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখ (অষ্টমীর পূজা) ভোরে মূল মণ্ডপের পাশে হনুমান প্রতিমার পায়ের ওপর মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন পাওয়া গেছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। হনুমান প্রতিমার কোলের ওপর কুরআন পাওয়া গেছে বলে আনুমানিক সকাল ৭.০০টার দিকে ৯৯৯ ফোন করে জানানো হয়। কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে এসে কুরআন উদ্ধার করে। এসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মোহাম্মাদ ফায়েজ নামে এক ব্যক্তি ওসির হাতে কুরআন থাকা অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক লাইভে এসে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনকে উত্তেজিত করতে বিভিন্ন ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য দেন। পূজামণ্ডপে কুরআন অবমাননা হয়েছে অভিযোগ করে পূজা বন্ধের দাবী তোলে। একইসাথে হনুমান মূর্তির কোলের ওপর কুরআন রাখা ছবিসহ সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সকাল নয়টা-দশটা নাগাদ কুমিল্লা শহরে উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ঘটনাস্থলে সংঘবদ্ধ হয়ে পূজা বন্ধ করে দেয়ার দাবী তুলে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ১১.৩০টার দিকে নানুয়া দীঘি পূজা মণ্ডপে অবস্থিত প্রতিমার ওপর হামলা চালায় এবং ভাংচুর করে। এসময় হামলাকারীদের সাথে পুলিশেরও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, পুলিশ টিয়ার শেল এবং রাবার বুলেট ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের বাধার মুখে হামলাকারীরা এ স্থান থেকে সরে গিয়ে নগরীর বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে দফায় দফায় হামলা চালায়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলাকালে নগরীর শ্রী শ্রী রক্ষাময়ী কালী মন্দির, শ্রী শ্রী চানমনি কালীবাড়ি, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি, রাজরাজেশ্বরী কালী মন্দির, ছাতিপট্টি দুর্গাপূজা মণ্ডপ এবং শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে ভাংচুর চালায় হামলাকারীরা। চকবাজারের চানমনি কালীবাড়িতে একাধিকবার হামলা চালিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে দুর্গা প্রতিমাসহ লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের প্রতিমা ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বর্জপুরে আনন্দময়ী কালী মন্দির ও দুর্গা মণ্ডপ রক্ষার্থে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। তাদের হামলায় আহত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ৮ জন। এ অবস্থায় নানুয়া দীঘির পাড়ে পূজা আয়োজনকারী স্থানীয় 'দর্পন সংঘ' অষ্টমীর দিন দুপুরের পরই প্রতিমা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ঐদিন দুপুরে নগরীতে ৪ প্লাটুন বিজিবি (সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) মোতায়েন করা হয়। উল্লেখ্য, রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে ছোঁড়া ইটের আঘাতে গুরুতর আহত দিলীপ দাস গণ ২২ অক্টোবর ২০২১ তারিখ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[১]

১৩ অক্টোবর ২০২১ বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন স্থানীয় কিছু লোকজন এমন সময় নানুয়ার দীঘির উত্তরপাড় পূজামণ্ডপে মূর্তির হাটুর উপর কোরআন শরীফ রাখা হয়েছে শুনতে পান তারা, এরপর খুব দ্রুত ছড়াতে থাকে খবরটি। বিষয়টি দেখার পর কেউ একজন বাংলাদেশের জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে অভিযোগ জানালে জেলার কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখানে গিয়ে দেখেন, হনুমান মূর্তির হাঁটুর উপর কোরআন শরিফ রয়েছে এবং মূর্তির হাতে থাকা অস্ত্রটি (গদা) নেই। তাতক্ষণিকভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পবিত্র গ্রন্থটি সরিয়ে ফেলেন। ঐসময় ফয়েজউদ্দীন নামের এক যুবক কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিতিতেই পরিকল্পিতভাবে ফেসবুক লাইভে এসে ঘটনাটিকে উত্তেজিত করে দ্রুতই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে যায়, সারাদিনের সহিংসতার পরে সন্ধ্যায় ফয়েজউদ্দীনকে আটক করে পুলিশ। এর পর অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনার ছবি ও ভিডিও বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল এবং সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার পর ধর্মগ্রন্থ অবমাননার বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যে লোকজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ঘটনাস্থলে ক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামে। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দফায় দফায় মিছিল করে। অনেকে বিষয়টি নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি উত্তেজিত করতে থাকেন। শহরজুড়ে বিক্ষোভ, ধাওয়া পালটা ধাওয়া ও তিনটি পূজামণ্ডপে হামলা-ভাংচুর, বাড়িঘর ভাংচুর ও আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ছুঁড়ে ও লাঠিচার্জ করে। এতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম তানভীর, কোতয়ালি মডেল থানার ওসি ও ডিবির একজন পরিদর্শক ছাড়াও অন্তত ২০ জন আহত হন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কুমিল্লা সিটি মেয়র মো. মনিরুল হক সাক্কুসহ পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে যান এবং জনসাধারণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক হ্যান্ডমাইকে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত থাকার আহবান জানিয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুলিশ টিয়ার শেল ও গুলি চালায়। এ সময় ধাওয়া পালটা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপে এলাকাটি অনেকটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।[২]

দুপুরে নগরীর কান্দিরপাড়, মনোহরপুর, রাজগঞ্জ, চকবাজার, টমছমব্রিজসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এ সময় ঘটনাস্থল নানুয়া দীঘিরপাড় এলাকার, মনোহরপুর এলাকার একটি ও চকবাজার এলাকার একটি পূজামণ্ডপ ও পূজামণ্ডপের গেট ভাংচুর করা হয়। দুপুরের পর থেকে আতঙ্কে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যানবাহন চলাচল এবং সড়কের পাশের দোকানপাট বন্ধ থাকে। বিকালে নগরীতে ৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়।[৩] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন সংযুক্ত করলে হলুদ মার্ক অংশটুকু বাদ দিতে হবে।

[১] আসক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[২] ১৪ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক ইত্তেফাক
[৩] ১৪ অক্টোবর ২০২১ New Age

কুমিল্লায় সহিংসতার ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত জেলা এ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সায়েদুল আরেফিনকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কুমিল্লার ঘটনায় ফেইসবুক ও ইউটিউবে অপপ্রচারের অভিযোগে ১৪ অক্টোবর রাতে নগরীর নিউ মার্কেট এলাকা থেকে গোলাম মাওলা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব।[৪] র‍্যাব-১১-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ঘটনা ২:- চট্টগ্রাম

১৩ অক্টবরের কুমিল্লার ঘটনার জের ধরে একইদিন চট্টগ্রামের জেলার বাঁশখালী উপজেলার চামবাল ইউনিয়নের পূজামণ্ডপে হামলা-ভাংচুর হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়, এরপর রাত ৯টার দিকে কর্ণফুলী উপজেলার জুরদা ইউনিয়নের মণ্ডপে হামলা-ভাংচুর করা হয়। ১৪ অক্টোবর ডেপুটি কমিশনার মোঃ মমিনুর রহমান মণ্ডপ ২টি পরিদর্শন করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৫ হাজার টাকা করে দেন,[৫] ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকেই চট্টগ্রাম মহানগর ও উপজেলায় ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ১৫ অক্টোবর শুক্রবার, জুমার নামাজের পর নগরীর বেশ কিছু মসজিদ থেকে বের হয়ে মুসল্লিরা মিছিল করে আন্দারকিল্লার জেএম সেন হলের পূজামণ্ডপে হামলা করে।[৬] পুলিশ বাধা দিলে সংর্ঘষ বাধে, এতে ৮৩ জনের নাম উল্লেখ করে ৫০০ অজ্ঞাত পরিচয়ে মামলা করে পুলিশ,[৭] একইসাথে কয়েকশ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ হামলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিমা বিসর্জন না দেয়ার ঘোষণা দেয়। পরর্বতীতে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়।

ঘটনা ৩:- চাঁদপুর

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা চলা কালীন কুমিল্লার একটি পূজা মণ্ডপে রাতের আঁধারে কুরআন রেখে অবমাননার গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে। যে অপপ্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ১৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখ রাতে এশার নামাজের পর আনুমানিক রাত ৮.১৫টার দিকে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ জিউর আখড়ায় স্থাপিত দুর্গাপূজা মণ্ডপে হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় পুলিশ বাধা দিলে উত্তেজিত জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঐদিন ৪ জনের মৃত্যু হয়, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান আরও একজন। হাজীগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতে হাজীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন মন্দির, পূজামণ্ডপ এবং উপজেলার রামপুর গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর, পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে ভাংচুর চালানো হয়। শহরের মকিমাবাদ এলাকার রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম, জমিদার বাড়ির সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, নব দুর্গা সংঘ পূজা মণ্ডপ এবং দশভুজা সংঘ পূজা মণ্ডপে হামলা চালায়। পাশাপাশি শহরের বাইরে সোনাইমুড়ী সূত্রধর বাড়ি শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, হাতিলা গঙ্গানগর শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, মুকুন্দসার সূত্রধর বাড়ি শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির এবং রামপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসুবাড়ি এবং মন্দির-মণ্ডপে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়। এর পরদিন ১৪ অক্টোবর বরকল লোকনাথ মন্দির, ভবতোষ মাস্টার বাড়ির কালী মন্দির এবং নোয়াদ্দা বড়বাড়ি শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর চালানো এ

[৪] ১৬ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক দেশ রুপান্তর
[৫] ১৫ অক্টোবর ২০২১ The Daily Star- ১ম, ২য় পৃষ্ঠা
[৬] ১৬ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক কালের কণ্ঠ- ১ম পৃষ্ঠা
[৭] ১৬ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক দেশ রুপান্তর-১ম পৃষ্ঠা

হামলায় ১৪ টি মন্দির-মণ্ডপ এবং ৮টি বসুবাড়ি আক্রান্ত হয়।[৮]

ঘটনা ৪:- নোয়াখালী

১৩ অক্টোবর নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় শংকর মার্কেটে আশুতোষ ডাক্তার বাড়ির পূজামণ্ডপ, জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাশ্রম পূজা মন্দির, রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম পূজা মন্দির, শ্রী লোকনাথ মন্দির পূজামণ্ডপ, তপোবন আশ্রম পূজা মন্দির, গুরুচাঁদ স্যুভামা পূজা মন্দির, হাতিয়া পৌরসভা কালী মন্দিরে আক্রমণ করে এবং হিন্দুদের ৪-৫টি ঘর ভাংচুর করে।[৯] নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়আনি বাজারের ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে একটি পূজামণ্ডপে হামলা ও আগুন লাগানো হয়।[১০]

১৫ অক্টোবর চৌমুহনীতে জুম্মার নামাজের পর বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লীরা একত্রিত হয়ে চৌমুহনী প্রধান সড়কে কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে মিছিল করে। মিছিলকারীদের সাথে প্রধান সড়কে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বাধে, অন্যদিকে মিছিলকারীদের একটি অংশ শহরের কলেজ রোডের ইসকন মন্দির, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির, চন্দ্রিকা কালী বাড়ী, বিজয়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির এবং দশভূজা পূজা মণ্ডপ, ত্রিশুল পূজা মণ্ডপ, মঙ্গলা পূজা মণ্ডপে হামলা চালায়। এছাড়া শহরের মধ্যে রামচন্দ্র দেবের আশ্রম, রাধা মাধব জিউর আখড়ায় ব্যাপক হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। রামচন্দ্র দেব আশ্রমের সামনের দোকান এবং আশ্রমে রাখা দুটি প্রাইভেট কার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এসব হামলায় যতন সাহা এবং প্রান্ত চন্দ্র দাস নামে দুজন নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।[১১]

ঘটনা ৫:- ফেনী

মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যেই ফেনী শহরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১৬ অক্টোবর শনিবার বিকেলে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের মানববন্ধন চলাকালে ঢিল ছোড়াকে কেন্দ্র করে সেখানে সংঘর্ষ হয়।[১২] পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাসহ আহত হন অন্তত ১৫ জন। এ সময় ফেনী শহরের কয়েকটি দোকানে ভাংচুর করা হয়। আগুন দেওয়া হয় একটি গাড়িতে। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম ও মন্দিরে হামলা চালানো হয়। ফেনীতে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলতে থাকে, পুলিশ সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা গণমাধ্যমকে জানান, ১৬ অক্টোবর বিকেলে শহরের ট্রাংক রোডে কালীমন্দিরের সামনে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ মানববন্ধন কর্মসূচি শুরু করে। এ সময় পাশের বড় মসজিদ (ফেনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ) থেকে আসরের নামাজ শেষে মিছিল নিয়ে বের হওয়া কিছু লোকের সঙ্গে মানববন্ধনকারীদের সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে পূজা উদযাপন পরিষদের লোকজন বাঁশপাড়ার দিকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের লোকজনের সঙ্গে যোগ দেন ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতাকর্মী। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে আবার সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দু'পক্ষকে লাঠিপেটা করে। এ ছাড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল ও বেশ কয়েকটি শর্টগানের গুলি ছোড়ে। এ সময় কয়েক-দফায় পাল্টা-পাল্টি ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, এতে ফেনী মডেল থানার

[৮] আসক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[৯] ১৫ অক্টোবর ২০২১- The Daily Star.
[১০] ১৫ অক্টোবর ২০২১ Dhaka Tribune-১ম পপৃষ্ঠা
[১১] আসক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[১২] ১৪ অক্টোবর ২০২১- New Age- ২য় পৃষ্ঠা

ওসি মো. নিজাম উদ্দিনসহ কয়েকজন ইটের আঘাতে আহত হন।

এরপর শহরের বিভিন্ন এলাকায় আরও কিছু বিক্ষিপ্ত হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রাত ৯টার পর শহরের তাকিয়া রোড ও বড় বাজারের ভেতরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের মালিকানাধীন কয়েকটি দোকানে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া বড় বাজারের ভেতরে একটি কালীমন্দির এবং শহরতলির কালীপাল গাজীগঞ্জ আশ্রমে হামলা ও ভাংচুর করা হয়।

ঘটনা ৬:- কক্সবাজার

১৩ অক্টোবর, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ইউনিয়নের বিশ্বাসপাড়ার পূজামণ্ডপে ও আরেকটি পূজামণ্ডপে প্রতিমা এবং স্থানীয় হরিমন্দিরে একদল লোক মিছিল নিয়ে এসে হামলা-ভাংচুরের পাশাপাশি ১৬টি বসতঘরও লুট করা হয়।[১৩] খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পালটা-ধাওয়ার ঘটনা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে। হামলাকারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় আশপাশের হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি বসুবাড়িতে ভাংচুর চালায়। হামলাকারীরা শিলখালী ইউনিয়নের কাছারী মুরা শীল পাড়া পূজামণ্ডপে ও স্থানীয় সরস্বতী মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর এবং মগনামায় কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে হামলা-ভাংচুর করে। পরিস্থিতির অবনতি ঠেকাতে পুলিশ ও র‍্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়। রাতেই বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নয়জনকে আটক করা হয়।

ঘটনা ৭:- গাজীপুর

১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর এলাকায় তিনটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা।[১৪] স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ প্রায় ২০ জন হামলাকারীকে আটক করে। হামলাকারীরা মন্দিরে থাকা প্রতিমা, শব্দযন্ত্র, সাজসজ্জা, চেয়ার, টেবিল ও প্যান্ডেলে ভাংচুর চালায়।

ঘটনা ৮:- বাগেরহাট

১৩ অক্টোবর বুধবার, বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় রাত ১০ টায় রায়েন্দা ইউনিয়নের মালিয়া গ্রামে মিছিল বের করে। খবর পেয়ে শরণখোলা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মিছিলকারিরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ৪ জনকে আটক করা হয়।

ঘটনা ৯:- নাটোর

১৭ অক্টোবর, রবিবার রাতে নাটোরের লালপুরের দৈবকী শিব ও কালীমন্দিরের শীতলামন্দিরে থাকা শীতলা মূর্তির গলা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দুর্বৃত্তরা।[১৫] খবর পেয়ে ঘটনার পরেরদিন সকালে নাটোরের জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ, পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহাসহ পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেন।

ঘটনা ১০:- বান্দরবান

১৪ অক্টোবর কুরআন অবমাননার অভিযোগ ছড়িয়ে সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় সভা করে। লামা কোর্ট জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আজিজুল হক এই সভার সভাপতি ছিল। এতে বক্তব্য দেয়

[১৩] ১৫ অক্টোবর ২০২১ Dhaka Tribune-১ম, ৪র্থ পৃষ্ঠা
[১৪] ১৫ অক্টোবর ২০২১- New Age- ১ম,২য় পৃষ্ঠা
[১৫] ১৯ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক কালের কণ্ঠ- ১ম পৃষ্ঠা

লামা পৌরসভার মেয়র মোঃ জহিরুল ইসলাম, লামা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ ইব্রাহিমসহ অনেকে। এরপর তারা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে লামা বাজার পার হয়ে মাছ বাজারের মোড়ে গিয়ে সহস্র মানুষ ১০ টায় লামা বাজার কেন্দ্রীয় হরি মন্দিরে হামলা করে মন্দিরের মালামাল,[১৬] লোহার গেট, সীমানা দেয়াল, প্যান্ডেল, ডেকোরেশনের গেট ভেঙে ফেলে। তারা ইটপাটকেল ছুড়ে ৫০ জন হিন্দুদের আহত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ৪০/৫০ রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস ছুড়ে।

ঘটনা ১১:- কিশোরগঞ্জ

১৫ অক্টোবর শুক্রবার বিকালে করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের কদিম মাইজহাটি এলাকায় কালীমন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। শনিবার ভিডিও ফুটেজ দেখে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয় বলে করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামছুল আলম সিদ্দিকী গণমাধ্যমকে জানান।

ঘটনা ১২:-ঢাকা

১৫ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে জুমার নামাজের পর মালিবাগে মুসলিম সমাজ-এর ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ হয়।[১৭] পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার শেল ছোড়ে পুলিশ। সংঘর্ষে মিছিলকারী ও পুলিশের বেশ কিছু সদস্য আহত হয়। সংঘর্ষের সময় সড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর আড়াইটার পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

১৪ অক্টোবর সকাল থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ। এর মধ্যেই বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। জুমার নামাজ শেষে মিছিলটি পল্টন-বিজয়নগর হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড় পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ব্যারিকেড দেয় পুলিশ।[১৮] আর তখনই দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন গণমাধ্যম মতে, বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম জুমার নামাজের সালাম শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। শুরুতে তারা মসজিদ প্রাঙ্গণের ভিতরেই বিক্ষোভ করলেও পরে তারা রাস্তায় নেমে পড়ে। একপর্যায়ে তারা মিছিল নিয়ে মালিবাগের দিকে এগোতে থাকে। তখন পুলিশ তাদের নাইটিঙ্গেল মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। সাধারণ মুসল্লিদের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল হলেও এতে হেফাজতে ইসলামসহ বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের অংশ নিতে দেখা যায়।

বিক্ষোভ থেকে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবির পাশাপাশি হেফাজতের সাবেক নেতা মাওলানা মামুনুল হকসহ সংগঠনটির নেতাদের মুক্তির দাবিতে স্লোগানও দেওয়া হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা ও তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে পত্রিকায় উঠে আসে।

পুলিশের বাধায় বিক্ষোভকারীরা আশপাশের গলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে

[১৬] ১৫ অক্টোবর ২০২১ Dhaka Tribune-১ম, ৪র্থ পৃষ্ঠা
[১৭] ১৫ অক্টোবর ২০২১- The Daily Star
[১৮] ১৬ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক দেশ রূপান্তর-১ম পৃষ্ঠা

থাকে।[১৯] তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বিভিন্ন গলির মুখে অবস্থান নিয়ে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা শর্টগানের গুলিও ছোড়েন যার ফলে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশের এক কর্মকর্তার মতে সাধারণত বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে যেসব বিক্ষোভ হয়, সেগুলোর নেতৃত্ব কোনো না কোনো ধর্মীয় সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দল দিয়ে থাকে, কিন্তু এই বিক্ষোভে প্রকাশ্যে কেউ নেতৃত্বে ছিল না। তাই মিছিলটি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে। পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) আ. আহাদ গণমাধ্যমকে বলেন, পরিস্থিতির অবনতি এবং সাধারণ মুসল্লিদের বিক্ষোভ যাতে কোনো গোষ্ঠী ভিন্ন খাতে নিতে না পারে সেজন্য পুলিশ শুরু থেকে শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল। এছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ঢাকার কিছু এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে বলে জানা যায়।

ঘটনা ১৩:- সিলেট

১৩ অক্টোবর বুধবার, সিলেট নগরের ভাটি-বাংলা দুর্গা মণ্ডপ, হাওলাদার পাড়ার ৫টি বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর চালানো হয়।[২০] সিলেটের জাকিগঞ্জ ও কালিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে পূজামণ্ডপ-মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হলে পুলিশ ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করে মামলা করে, এ মামলায় ৫ জনকে আটক করা হয়। হামলাকারিরা একই সময় জাকিগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং ওসির গাড়ি ভাংচুর করে।[২১]

ঘটনা ১৪:- মুন্সিগঞ্জ

১৫ অক্টোবর মধ্যরাতে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের দানিয়াপাড়া শ্মশানঘাট কালী মন্দিরের ছয়টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সিরাজদিখান থানার ওসি মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন মন্দিরে হামলার হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।

ঘটনা ১৫ঃ- রংপুর

১৭ অক্টোবরের রাত, ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে রংপুরের পীরগঞ্জের রামনাথপুর ইউনিয়নে মাঝিপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়।[২২] ভাংচুর-লুটপাটের পাশাপাশি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।[২৩] খবর পেয়ে প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত হওয়ার আগেই ২৫টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলা পরিকল্পিত, হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল শতাধিক। ধর্মীয় স্লোগান দিতে দিতে চালানো হয় হামলা-ভাংচুর-লুটপাত-অগ্নি সংযোগ। প্রাণভয়ে প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা না করে বাড়ির লোকজন পাশের ধানক্ষেতে লুকিয়ে পড়ে। হামলাকারীরা একের পর এক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, লুট করে টাকা-মূল্যবান মালপত্র, লুট করা হয় গবাদি পশুও।

এতে নিঃস্ব হয় অনেক পরিবার। ঘটনার পর থেকে পালা করে দিনরাত পুলিশি পাহারা ছিল এ গ্রামে। জেলেপল্লিতে হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে চারটি। এর মধ্যে একটি মামলা হয়েছে জেলেদের ঘরবাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগে। অন্য তিনটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মামলায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭২ জনকে। এর মধ্যে আদালতে ৭ জন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়।

[১৯] ১৯ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক কালের কণ্ঠ- ১ম পৃষ্ঠা
[২০] ১৫ অক্টোবর ২০২১- The Daily Star
[২১] ১৬ অক্টোবর ২০২১ Dhaka Tribune-১ম, ৪র্থ পৃষ্ঠা
[২২] ১৯ অক্টোবর ২০২১ সমকাল - ১ম পৃষ্ঠা
[২৩] ১৭ অক্টোবর ২০২১- The Daily Star- ৩য় পৃষ্ঠা

ঘটনা ১৭:- লক্ষীপুর

১৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুরের কমলনগর রামগতিতে ১২টি মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে হামলাকারীরা।[২৪] ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তাই উপজেলার ১২টি মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে পুলিশ। রামগতি থানার ওসি মোহাম্মদ সোলাইমানের বক্তব্য, ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ২৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেছে।

ঘটনা ১৮:- মৌলভীবাজার

কুমিল্লার ঘটনার প্রতিবাদে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মুসল্লিরা মিছিল বের করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে দুটি পূজামণ্ডপের প্রতিমা ও পাঁচটি মণ্ডপের গেট ভাংচুর করা হলে, পুলিশর ২টি মামলা করে এবং হামলায় জড়িত স্থানীয় মসজিদের মাওলানাকে আটক করা হয়।[২৫] ১৩ অক্টোবর, বুধবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।

ঘটনা ১৯:- বরিশাল

ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ১৫ অক্টোবর ২০২২ বরিশালের গৌরনদীর বার্থী ইউনিয়নের ধুরিয়াইল কাজিরপাড় গ্রামের মহানন্দ বৈদ্য নামের এক যুবককে আটক করে স্থানীয় কিছু উত্তেজিত মানুষ এবং ৩টি মন্দিরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে, পরে পুলিশে মহানন্দ বৈদ্য আটক করে। এছাড়া বরিশাল নগরের বেশ কিছু মন্দিরে হামলা করে বিক্ষুব্ধ জনতা।

কুমিল্লা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরের সপ্তাহ জুড়ে যেসব ঘটনা হয় তাতে সর্বশেষ ১১ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশের ৩৫ জেলায় মোট ১৪২টি মামলা করা হয়, পুলিশ সদর দপ্তর এ তথ্য দেয়।[২৬] এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় ১ হাজার ১৩৬ জন, এছাড়া নামহীন আসামি করা হয়েছে হাজারের উপর। এক বছর পর এসে এসব মামলার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

[২৪] ১৭ অক্টোবর ২০২১ সমকাল - ১ম পৃষ্ঠা
[২৫] ১৭ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক দেশ রূপান্তর-১ম পৃষ্ঠা
[২৬] ১ জানুয়ারি ২০২২, দেশ রুপান্তর

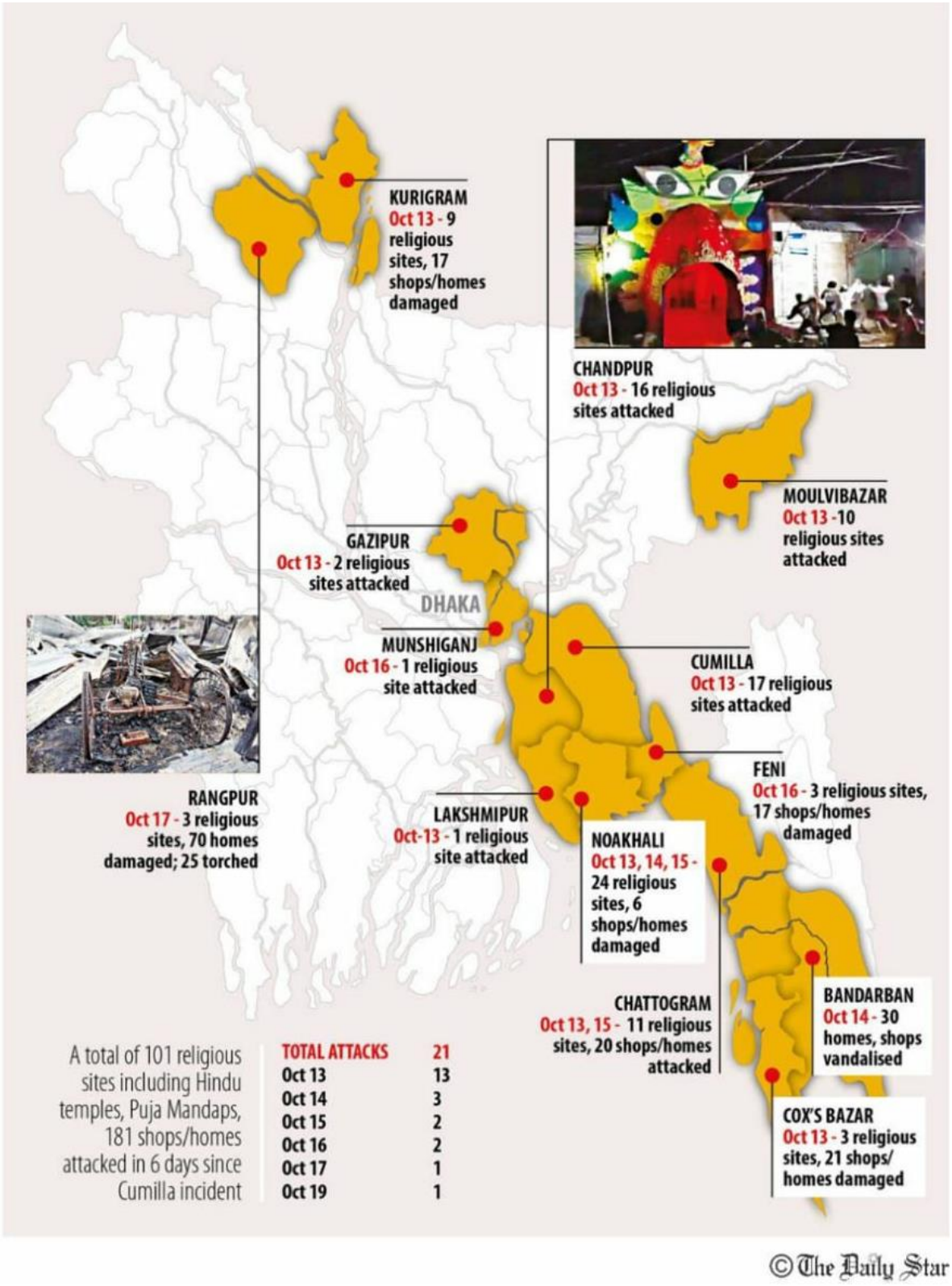
KURIGRAM
Oct 13 - 9 religious sites, 17 shops/homes damaged
CHANDPUR
Oct 13 - 16 religious sites attacked
MOULVIBAZAR
Oct 13 -10 religious sites attacked
GAZIPUR
Oct 13 - 2 religious sites attacked
DHAKA
MUNSHIGANJ
Oct 16 - 1 religious site attacked
CUMILLA
Oct 13 - 17 religious sites attacked
FENI
Oct 16 - 3 religious sites, 17 shops/homes damaged
RANGPUR
Oct 17 - 3 religious sites, 70 homes damaged; 25 torched
LAKSHMIPUR
Oct-13 - 1 religious site attacked
NOAKHALI
Oct 13, 14, 15 - 24 religious sites, 6 shops/homes damaged
CHATTOGRAM
Oct 13, 15 - 11 religious sites, 20 shops/homes attacked
BANDARBAN
Oct 14 - 30 homes, shops vandalised
COX'S BAZAR
Oct 13 - 3 religious sites, 21 shops/homes damaged
A total of 101 religious sites including Hindu temples, Puja Mandaps, 181 shops/homes attacked in 6 days since Cumilla incident
TOTAL ATTACKS 21
Oct 13 13
Oct 14 3
Oct 15 2
Oct 16 2
Oct 17 1
Oct 19 1
©The Daily Star

রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ভূমিকাঃ

রামু থেকে শুরু করে শার্লা, নাসির নগর থেকে কুমিল্লা সবগুলো সহিংসতার পিছনে ধর্ম অবমাননা'র অভিযোগ তোলে একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সহিংসতা চালিয়েছে। এ অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই হামলা চালানো হয়েছে অভিযুক্ত, তাঁর পরিবার বা তাদের বাড়ি-ঘরের ওপর। একইসাথে কেবল একই ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে আক্রমণ করেছে স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোতে, যাদের এসব ঘটনার সাথে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। ২০২১ সালের পূর্বের সহিংসতার কোনোটিরই বিচার বা স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় এসব সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

দৃশ্যত প্রতীয়মান, ২০২১ এর দুর্গাপূজায় ঘটে যাওয়া সহিংসতা রুখে দিতে সরকার প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্র কেউ-ই যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। কুমিল্লার ঘটনাকে সরকার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপাররা এবং কিছু স্থানীয় নেতা-কর্মীদের তৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ নিতে পারলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনের কিছু বক্তব্য ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং স্থায়ী প্রতিরোধে ব্যর্থ হতে দেখা গিয়েছে।

সহিংসতার উত্তপ্ত সময়ের মধ্যেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণকে দায়িত্বহীন বক্তব্য দিতে দেখা যায়।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার টানা তৃতীয় দফায় (২০০৯ সাল থেকে বর্তমান) রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন। কুমিল্লার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে সাম্প্রদায়িক হামলায় সরকার রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা এমনটা মনে করেন। তবে তারা এসব ঘটনায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেন। একই সাথে এ ধরনের হামলার বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগে আগাম তথ্য না থাকায় তাদের ব্যর্থতা রয়েছে বলে তাদের সক্ষমতা নিয়েও কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলেন। সহিংসতা উসকে দেওয়ার জন্য বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে কোনো কোনো নেতা মনে করেন। একই সঙ্গে তাঁরা আশঙ্কা করছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা হতে পারে।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার প্রশ্ন ঠিক বোধগম্য নয়, এই কারণেই যে- দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভাব নেই, পুলিশ বাদেও, র‍্যাব-এপিবিএন এর মতো কয়েকটি এলিট ফোর্স এবং আনসার বাহিনীর মতো তৃণমূল প্রহরী আছে। সামরিক-নাগরিক সুদক্ষ ও ক্ষমতাবান একাধিক গোয়েন্দা বাহিনী রয়েছে, বছরের পর

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাব অনুযায়ী,
২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির ও উপাসনালয়ে হামলা এবং প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ১ হাজার ৬৭৮টি।

বছর তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ-অস্ত্র।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি হয় এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে কোনো আগাম তথ্য ছিল না?

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তারা আগের যেকোনো সময়ের থেকে বেশি দক্ষ ও বিচক্ষণ। এর আগে আমরা দেখেছি ২০১৩ সালে মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ছত্রভঙ্গ করেছে। শ্রমিক বা ছাত্রদের যেকোনো ন্যায্য আন্দোলনকে তারা অঙ্কুরেই শেষ করেছেন বহু বার। বিরোধীদের ঘরোয়া বৈঠকের খবরও আগেভাগে জেনে যান তাঁরা। আবার সময়মতো বহু নেতাদের ফোনের আলাপ ফাঁস হয়ে যায়, সেখানে এই ধ্বংসযজ্ঞ কেন থামানো গেল না, সেই প্রশ্নই বার-বার উঠে আসছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে।

তাহলে এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফল কাদের ঘরে গেল? কারা লাভবান হলেন?

১৩ অক্টোবর কুমিল্লা যখন উত্তপ্ত তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক টেলিফোন সাক্ষাতে বিবিসি বাংলাকে বলেন, কুমিল্লার ঘটনার রেশ হয়তো আরও কিছু দিন থাকতে পারে।[২৭] হয়েছেও তাই, আমরা দেখতে পাই এই ঘটনার রেশ বেশ কয়েকদিন ধরে চলমান ছিল কিন্তু সরকার তা রুখে দিতে তেমন কোন পদক্ষেপ নিয়েছে তা দেখা যায় নি। এরই মাঝে তিনি কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন বক্তব্য দেন, যেমন– সাম্প্রদায়িক অপশক্তি উপড়ে ফেলতে হবে, বিএনপি আবার সেই পুরানো রূপে ফিরেছে, সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রীর (জড়িতদের খুঁজে বের করার নির্দেশ) কিছু নির্দেশনার কথাও আমরা ওবায়দুল কাদেরের মাধ্যমে জানতে পারি। অন্যদের মতো ওবায়দুল কাদেরও বলেন, গুজবে কান দিবেন না, আগামী নির্বাচন সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই মহল কারা, কারা এদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের আমরা চিনি। উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হামলায় জড়িত।

প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার যদি তাদের চিনে থাকে তাহলে হামলা থামানো গেল না কেন?

১২ অক্টোবর তথ্যমন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায় কেউ কেউ। ১৩ অক্টোবর পরের ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে তিনি অনেক তথ্য দেন যেমন– কুমিল্লার ঘটনা চিহ্নিত মহলের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত।[২৮] তাহলে এই মহলের বাসিন্দারা কারা? এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমরা সুনিশ্চিত কুমিল্লার ঘটনা সাজানো।[২৯] ঘটনার পর পরই তিনি বলেন, কয়েকজন চিহ্নিত শিগ্‌গির গ্রেফতার হবে। পরে মূল অভিযুক্তকে ধরতে সময় লাগে সপ্তাহের বেশি। কুমিল্লার সেই পূজামণ্ডপের আশপাশের বাড়িগুলোর সিসি ক্যামেরার ভিডিওর ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয় ঘটনার মূল হোতা ইকবালকে, পরে তাকে কক্সবাজার থেকে আটক করা হয়।

---

[২৭] https://www.youtube.com/watch?v=7jrFVQ5q3os bbc bangla- ১৩ অক্টোবর ২০২১

[২৮] ১৭ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক দেশ রূপান্তর-১ম পৃষ্ঠা

[২৯] ১৫ অক্টোবর ২০২১ দৈনিক ইত্তেফাক।

ইকবালের পিছনে কারা?[৩০] পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কি ব্যবস্থা ছিল?

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা এরকম অনেক প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে থাকে।

প্রথমত, ঘটনাস্থলে (পূজামণ্ডপে) সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা এবং পুলিশি পাহারা ছিল না। কিন্তু দুর্গাপূজার পূর্বে পুলিশের আইজি, র‍্যাবের ডিজি, সব গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকতাদের নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে দুর্গা পূজার নিরাপত্তার জন্য মণ্ডপগুলোতে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা, পাহারাদার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের রেখে নিরাপত্তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।

তাহলে এই অবহেলার দায়ভার কার?

দ্বিতীয়ত, পূজামণ্ডপে যে কোরআন শরিফ ছিল সেটা উদ্ধারে অপরাধ তদন্ত ইউনিটের কোনো টিম যায় নি, এবং ঘটনাস্থলটি ক্রাইমসিন বলে চিহ্নিত না করে কতোয়ালী থানার ওসি কোনো ফোর্স ছাড়া একাই আলামত উদ্ধার করেন। যার ফলে আলামতে থাকা অপরাধির আঙ্গুলের ছাপ বিনষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, ঘটনা যে স্পর্শকাতর তা কোতয়ালী থানার কর্মকতাদের না বোঝার কিছু ছিল না। তার পরও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। যার ফলে ১৩ অক্টোবর সারাদিন ধরে সহিংসতা চলতে থাকে। এবং তার ফলশ্রুতিতে সারাদেশে সহিংসতা ছড়াতে থাকে যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতাকেই দায়ী করে। যদিও সন্ধ্যা থেকে দেশের ২২ জেলায় বিজিবি মোতায়নসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কঠোর অবস্থানের নির্দেশনা দেয়া হয়।

ঘটনার ৭ দিন পর ২০ অক্টোবর পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বিবৃতি দেয় যাতে বলা হয়, "কুমিল্লার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে সেজন্য সারাদেশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন-পুলিশ টহল জোরদার-এবং গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির কথা বলা হয়।[৩১] "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ সক্ষমতা এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।" সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা অপপ্রচারের কথাও বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গুজব ও উসকানি ঠেকাতে সোশাল মিডিয়াগুলোর উপর নজরদারি রাখার কথা জানিয়ে পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, "পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারের সকল গোয়েন্দা সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে কড়া নজরদারি অব্যাহত রেখেছে।

এসবের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী তার অবস্থান তুলে ধরেন, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তুলতে চাই, এ দেশে কাউকে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র উল্লেখ করে বলেন, এ দেশে সব ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। আমাদের সংবিধানেও তা বলা আছে। এ দেশে সবাই শান্তিতে বসবাস করবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে কুমিল্লায় গুজবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে হামলা ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন।[৩২] অন্যদিকে, উপমহাদেশের এক দেশে সাম্প্রদায়িক অন্যায়

[৩০] ২১অক্টোবর ২০২১ Dhaka Tribune-১ম, ২য় পৃষ্ঠা

[৩১] ২১ অক্টোবর ২০২১ প্রথম আলো।

[৩২] ১৫, ১৭, ১৮ অক্টোবর ২০২১ প্রথম আলো।

অপর দেশে প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী উপমহাদেশের আঞ্চলিক নেতাদের নিজ নিজ দেশের প্রতি সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান।

২৪ অক্টোবর ২০২১ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, হামলাকারী যে দলেরই হোক, বিচার হবে।[৩৩] একই সাথে আইনমন্ত্রী সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন খুব শিগগির তৈরি করার কথা বলেন। যদিও পরে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, আমি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের কথা বলি নাই। আমি বলেছি সাক্ষী সুরক্ষা আইন নিয়ে। সংখ্যালঘু কমিশনের বিষয়ে বলেছি। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের দাবি একটা নীতিনির্ধারণী ব্যাপার। এতো সময় পরও কমিশন গঠন না হওয়ার পেছনে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের ব্যস্ততার কথা বলেন তিনি। তবে তিনি কমিশন গঠনের চেষ্টা চলছে বলে জানান। ২৮ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক হামলার বিষয় বিশ্লেষণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন একটি বিবৃতি দেন। যা বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলের উদ্দেশ্য প্রেরণ করা হয়। যাতে তিনি দাবি করেন, দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় একটি মন্দিরেও অগ্নিসংযোগ কিংবা ধ্বংস করা হয়নি। ধর্মীয় সহিংসতায় এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়জন মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন মুসলিম, আর তাঁরা হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দুজন হিন্দু মারা যান, তাঁদের মধ্যে একজনের সাধারণ মৃত্যু হয়েছে এবং অন্যজন পুকুরে ডুবে মারা গেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও সত্যের অপলাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে এই বক্তব্যের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করেছিলেন সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর নেতারা।

[৩৩] ২৫ অক্টোবর ২০২১ The Daily Star

সুপারিশমালা

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অব্যাহত সহিংসতা বন্ধে কার্যকর স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ পদক্ষেপসমূহ হতে হবে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলঃ

১) শারদীয় দুর্গোৎসব চলাকালে ও বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

২) সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকা নেয়া এবং ব্যর্থতার কারন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করতে হবে।

৩) দেশের প্রতিটি নাগরিককে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উপায়ে সামাজিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মুক্তবুদ্ধি ও নৈতিকতা চর্চায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও মৌলবাদ দমনে সতর্ক ভূমিকা গ্রহণে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৪) সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যেকোনো ঘটনা অত্যন্ত তৎপরতার সাথে প্রতিহত করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ব্যত্যয় ঘটলে দ্রুততার সাথে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

৫) ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কোনো ধরনের (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) বৈষম্যের শিকার হলে, এ বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এ ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬) সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুততার সাথে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় এনে এধরনের ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭) সাম্প্রদায়িক হামলা ও উগ্রবাদ প্রতিহত করতে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

৮) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার করে একই ধরনের হামলার ঘটনা লক্ষ্য করছি যা দেশের এক অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং খুব দ্রুততার সাথে দলবদ্ধ হামলার ঘটনাগুলো ঘটছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এর পেছনে একটি সঙ্ঘবদ্ধ চক্র উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করছে, তাই আগামী দুর্গাপূজা চলাকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এমন কোনো কিছু যেন না ঘটে সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পূর্ব থেকেই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।।

৯) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্ভাব্য সবধরনের সতর্কতামূলক অবস্থান গ্রহন প্রয়োজন।

১০) সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও উগ্রবাদ প্রতিহত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১১) সহিংসতার শিকার ব্যক্তি, পাড়া, মহল্লা বা গ্রামে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, গৃহ-উপসনালয় পুনঃনির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি, ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যেন সহিংসতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না যায়, ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক বা মিথ্যা-হয়রানীমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দেয়া না যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩) স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিগুলোকে জোরদার করা যাতে করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংহতি ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৪) রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিগণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রদানে আরও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৫) রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৬) ৭২' এর সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৭) বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু কমিশন দ্রুত গঠন করতে হবে।

-: সমাপ্ত :-